নতুন প্রবর্তক

কাউন্সেল ক্লাব মুখপত্র

বছর পরে রাতের কাছে
প্রবর্তক এসে গেছে,
পাঠক বন্ধু রাগ করো না
অনেক কথা বলার আছে...

কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিতরণের জন্য | ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী, ২০০০ | মূল্য দশ টাকা

কথার কথা - কাজের কথা

বন্ধ দেরী হয়ে গেছে। সত্যিই ভীষণ দেরী হল। সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে এবারের 'নয়া প্রবর্তক' বার করতে বছর ঘুরে গেল। কী আর করা। স্বল্প পুঁজি, সীমিত লোকবল। সেইসঙ্গে নিত্যনতুন নানা সমস্যা বাড়ছে বই কমছে তো না, সে কথা তো সকলেরই জানা। তার ওপর বিশ্ববাণী অনাচার এই যে আচমকা, যেখানে জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমকামী নারী-পুরুষ, উভকামী ও রূপান্তরকামী মানুষজন হাতে হাত আর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের গান গাওয়ার সুর মেলাচ্ছেন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ঘরের ভিতর সন্ধ্যা যে ঘনিয়ে এসেছে, এবার যে আলো জ্বালা দরকার সেটা টের পেয়েও আকণ্ঠ নিয়ে বেশ খানিকটা সময় পেরিয়ে গেল, দেরী দেরী সরি।

বিগত মাসগুলোতে কলকাতা-পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষেই সমকামী আন্দোলন যে ভাবে জোরদার হয়ে পথ চলার বা অনুশাসনির মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে তাতে আমাদের কাউন্সেল ক্লাব, যা সমকামী সম্প্রদায়ের জন্য পূর্ব ভারতের প্রথম এবং একমাত্র সংস্থা, তার ভূমিকা সম্পর্কে অনেকেই জানেন, আবার অনেকেই প্রায় কোনো খবরই জানা নেই। এই কলমের আলোয় কলমে ছড়িয়ে থাকা সেই সব খবরগুলো পেলে আশাকরি আর কোনো রকম অভিযোগ বা অনুযোগ করা যাবে না।

এক বলকে যা চোখে পড়ে, '৯৯-এর ২৬শে জানুয়ারী কলকাতার বুকে 'ইন্টিমেশন' এর জন্ম। এর অভীপ্সার মূলমন্ত্র এবং যৌনতা অনুসন্ধে সাম্যবাদ, সম্প্রদায়গুলির পাশে সবসময় হাত বাড়ানো। ধন্যবাদ 'ইন্টিমেশন'।

"ঘুণ ঘুণ চিও সাহেল"। মহিলা সমকামী ও উভকামী মহিলাদের একটি সমন্বয় গোষ্ঠী, যা কাউন্সেল ক্লাবের পাশে দাঁড়িয়ে একটি অসীম গুরুত্বপূর্ণ ঘটিয়ে তুলে নিয়ে চলেছে সেইসব সমকামী বা উভকামী মেয়েদের মুখে হাসি ফোটানোর আশা এর আগে হয়ত নিজের কায়েও নিজের মনের কথা খুলে বলতে পারত না।

রাখবপুর প্রবার হয় সেবল। পশ্চিমবঙ্গের আরো দুটি জেলাতে গড়ে উঠছে কাউন্সেল ক্লাবের আঞ্চলিক শাখা। শিলিগুড়ি, বর্ধমান, বারাসত-এর শাখাগুলি ইতিমধ্যেই প্রতি-হাঁটি-পা-পা করে চলতে শুরু করেছে। নবদ্বীপ কাঁথা ছেড়ে মাটিতে পা ফেলতে চলেছে, কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর ও মেদিনীপুর। আর কলকাতা নিয়ে সব মিলিয়ে সাত। এবার হবেই বাজীমাৎ।

এত সব ঘটনার নিপুণ অনুঘটকের কাজ করেছে ওরা এভিলে '৯৯-এর অনলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া আহার' শীর্ষক প্রবন্ধটি। ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত সাবুকা বসুকে। কাউন্সেল ক্লাব ও সমকামী আন্দোলন সম্পর্কে ওঁর সৃষ্টিশীল মতামত জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। এ পর্যন্ত কাউন্সেল ক্লাবের ঠিকানায় আসা চিঠির সংখ্যা প্রায় ৭০০। কলকাতা, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, আসাম-বিহার-উড়িষ্যার প্রত্যন্ত জিলাগুলির আনাচকানাচ থেকেও চিঠি এসেছে। ধন্যবাদ জানাই তাদের সবার আমাদের কাছে দু'কলম লেখার প্রয়াস করে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, ভবিষ্যে সবাই সাহসী হোক বিশ্বাসে বিশ্বাসে নিজু গড়াতেই আমাদের বিশ্বাস।

অতএব, আমরা আছি আপনাদের পাশে, কারণ আপনারা আছেন আমাদের সাথে। ১৯৯৯-এর ১৫ই অক্টো প্রকাশ মঞ্চে কাউন্সেল ক্লাবের জন্মলগ্নে উপস্থিত আমাদের পথপ্রদর্শক এসে গিয়েছে নতুন এক বছর। '৯৯-এর বিশেষণে 'সেলিব্রেটেড ইয়ার' দ্বিতীয় সার্থকতা, তাই অবীর আমাদের ছেড়ে গেলেন ১লা জানুয়ারী, ২০০০ এর সারা রাত ধরেই জলসার দিকে। ছুটির থাকলেন সমগ্র পূর্বভারতের সব বন্ধুজনই।

গণিত বিজ্ঞানের ক্যালেন্ডারে ২০০০ই নতুন শতাব্দীর শুরু নাকি ২০০০-এ , সে তর্কে না গিয়ে আমরা কিন্তু শুরু করে ফেলেছি পায়ে পায়ে নতুনের দিকে পথচলা, আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতাই আমাদের পাথেয়।

— বাসব

সমকামিতা

— ডাঃ সমীর কুমার গুপ্ত

পেশায় চিকিৎসক হলেও ডাঃ সমীর কুমার গুপ্ত ওঁর চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাইরের বহু বিষয়ে পড়াশুনা-গবেষণা করে থাকেন। সমকামিতা ওঁর কাছে এমনই এক বিষয় যার সম্পর্কে ধারণা আরও পরিষ্কার করে তুলতে উনি যেসব পড়াশুনো করেছেন তারই সমন্বয়ে এই রচনায় তুলে ধরেছেন সমকামী ও সমকামিতা বিষয়টির বিভিন্ন দিক। সমগ্র রচনাটি প্রকাশিত হচ্ছে তিনটি কিস্তিতে।

সংজ্ঞা : সমকামী (সমকামী) - যে পুরুষের (আরেক) পুরুষের প্রতি যৌন আকর্ষণের প্রবৃত্তি আছে (পুরুষ-হোমোসেকসুয়াল বা গে)। যে নারীর (আরেক) নারীর প্রতি যৌন আকর্ষণের প্রবৃত্তি আছে (নারী-হোমোসেকসুয়াল বা লেসবিয়ান।

বিপরীতকামী (বিপরীতগামী) - যে পুরুষের (এক) নারীর প্রতি যৌন আকর্ষণের প্রবৃত্তি আছে (পুরুষ-হেটেরোসেকসুয়াল)। যে নারীর (এক) পুরুষের প্রতি যৌন আকর্ষণের প্রবৃত্তি আছে (নারী-হেটেরোসেকসুয়াল)।

উভকামী (উভগামী) - যে পুরুষের (আরেক) পুরুষের প্রতি এবং (এক) নারীর প্রতি যুগপৎ যৌন আকর্ষণের প্রবৃত্তি (পুরুষ-বাইসেকসুয়াল)। যে নারীর (আরেক) নারীর এবং (এক) পুরুষের প্রতি যুগপৎ যৌন আকর্ষণের প্রবৃত্তি আছে (স্ত্রী-বাইসেকসুয়াল)।

ঈরকুমার, ঈরকুমারী (প্রসঙ্গের বিশেষ অর্থে)- যৌন আকর্ষণহীন পুরুষ অথবা নারী (অ্যাসেকসুয়াল)।

মানুষ (প্রসঙ্গের বিশেষ অর্থে) - পুরুষ এবং/অথবা নারী

এক পুরুষের আরেক পুরুষের প্রতি এবং এক নারীর আরেক নারীর প্রতি। অর্থাৎ সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি। যদি যৌনআকর্ষণ থাকে অথবা যৌনসাম্যোগ ঘটে তাহলেই সমকামিতা বলা হয়। আলোচনায় এই যৌনআকর্ষণ বা যৌনসাম্যোগকে মাঝে মাঝে উপ্রা বা এক অর্থে কখনো ঘরে পারে। যৌন আচরণ বা যৌন প্রক্রিয়ার অবতারণা কাউকে সমকামী বলা উচিত করা যায় না।

সমবর্তি বা সমকামী (হোমোসেকসুয়াল) কথাটি সর্বপ্রথমে ব্যবহার করেন কেরোলি এম কার্টবেনী, ১৮৬৮ সালে। জার্মানীতে পড়ার বছর অর্থাৎ ১৮৬৯ সালেই দুটি প্রাপ্তবয়স্কদের পায়ুকামীদের ওপর নয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সর্বপ্রথম বিরোধিতা করা হয়।

কেউ কেউ ভাবেন যে সবাই বুঝি বিপরীতকামী (হেটেরোসেকসুয়াল), যদিও কারো কারো সমকামের প্রতিও আসক্তি থাকাটা ভাবা মামুল। এই প্রসঙ্গে দুটো ধারণা মুলত দেখা যায়।

১. সমকামীদের এই যৌন আচরণের ও অনুভূতির প্রসঙ্গকে অস্বাভাবিক, দোষনীয় এবং অসংযত জীবনধারা বলে ভাবা হয় কারণ এতেই ঈশ্বরের জন্মোৎপাদনের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ আছে। এমন ধারণার প্রচারের বলাবাহুল্য যদিও আসক্তির প্রাবল্যেরই সে কাজ সহজ নয়। পিতার অভিভাবকত্বের অভাবে বা পুত্রে এবং মাতার কলহপ্রিয়তার ও আক্রমণাত্মক ব্যবহারে সমকামনার সুরপাত বলে ভাব হয়। এমন অবস্থে ও অবস্থানাতে এক পুরুষ আরেক পুরুষকে শুধু আকর্ষিক বন্ধু বা ভেবে যৌনসঙ্গী মনে করতে থাকে। অনেকের ধারণা সমলিঙ্গের সমকামিতার অভিন্ন বা জন্মগত তাকা বিপরীতকামীরা থাকবে। সমকামীদের সাংখ্যাসংখ্যু সম্প্রদায়ভুক্ত দেয় সুযোগ সুবিধা দেওয়া বন্ধ তাদের অথবা প্রচার দেওয়া। সমকামীদের দোষ দেবার সুযোগ নিলে তাদের হাতে শিশু বড় হয়ে সমকামী পুরুষে বা নারীতে পরিণত হবে। তাদের জীবনযাপন সহবাস, অনুরাগ ও অধিকারকে স্বীকার করলে অথবা তাদের বিবাহকে মেনে নিলে ঐতিহ্যগত প্রথার অমান্য করা হয়। বক্তব্যগুলো গবেষকের চোখে কিছু গুরুই অনুমান ও বিশ্বাসভিত্তিক বলে মনে হয়।

> সমকামিতার আবেগ ও অনুভূতি এক সুস্থ মানসিক চেতনা বলেই ভাবা হয়

২. সমকামিতার আবেগ ও অনুভূতি এক সুস্থ মানসিক চেতনা বলেই ভাবা হয়, যদিও এটি স্বাভাবিক কিছু যৌনসাম্যোগক মানুষের ক্ষেত্রে। বেশীরভাগ মানুষের বিপরীতকামিতার মত কিছু কিছু মানুষের সমকামিতাও জীবনের শুরুর দিকে, এমনকি জন্ম থেকেই নির্ধারিত হতে পারে। বেশীরভাগ নিজ বিপরীতকামী হয়ে বড় হয়ে ওঠে বাবা-মার বা পরিবর্গের প্রভাব দ্বারাই। পুরুষ সমকামীদের (গে) ও নারী-সমকামীদের (লেসবিয়ান) প্রতি সাম্যবাদিক মানুষের অস্বাভাবিক বিরুদ্ধাচরণ ও দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে অন্যান্য জন্মগতীর মানুষের জন্য নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাই তাদের প্রাপ্য। সমকামী পুরুষ এবং নারীদের বন্ধুত্বকে ও বিবাহকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের অভিরুচি হিসেবেই মেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

> সমকামীদের এই যৌন আবেগনের ও অনুভূতির প্রসঙ্গকে অস্বাভাবিক, দোষনীয় এবং অসংযত জীবনধারা বলে ভাবা হয়

মানুষের যৌনসম্পর্ক কত রকমের হতে পারে সেটা দেখা যাক। কেউ কেউ আবার যে যৌনঅনুভূতি ও আকর্ষণ কেবল দুরকমের, যার প্রকাশ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে হয় বিপরীতকামিতায়, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরুষের বা নারীর সমকামিতায়। এই ধারণা কিছু অসম্পূর্ণ কারণ আরও দুটো আলাদা ধরণের জন্মগতীর কথা এতে ভাব হয়নি। কেউ কেউ অসম্পূর্ণ যৌনআবেগ-রহিত বা যৌনআকর্ষণ-রহিত হতে পারে (অ্যাসেকসুয়াল)। কিছুসাংখ্যক মানুষের যৌনসম্পর্ক উভলিঙ্গের মানুষের সঙ্গেই (বাইসেকসুয়াল) হতে পারে। দুঃখের হচ্ছে যৌনআকর্ষণকে উল্লেখ করে সঠিক ধারণা করার প্রচেষ্টা। দুঃখজনকের মতো অবশ্য কেউ কেউ যৌনআবেগসহিত থাকতে পারেন।

বেশীরভাগ গবেষকেরা উপরোক্ত বিভিন্ন ধরণের মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে মানুষের জীবনযৌনতার প্রতিটি ধারার দুই বিপরীতমুখী চরম ও মাঝের এক বিস্তীর্ণ অংশ আছে। বিপরীতকামী মানুষেরা একেবারে আছে নিরাবেগীমার্গবগণের পর্যায়। ওপর প্রান্তে থাকে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ বা নারীর সঙ্গে যৌনমিলনের বাসনা, যাকে বেশীর ভাগ মানুষ বৈজ্ঞানিক ধারণা না থাকায় এবং সমাজের অনুশাসন একমাত্র স্বাভাবিক জীবনধারা বলে ভুল করে। সমকামী মানুষেরাও একপ্রান্তে আছে নিরাবেগীমার্গবগণের পর্যায়। তার আরেক প্রান্তে আছে সমকামিতার বাসনা। উপরোক্ত এই দুই ধারার মানুষও আছে। এরা হয় উভলিঙ্গের মানুষের প্রতিই আকৃষ্ট। এদের চার রকমের জীবনধারা হতে পারে। শুধু বিপরীতকামী-সক্ষম, শুধু সমকামী-সক্ষম, পুরুষ এবং নারী উভয়ের সঙ্গেই সক্ষম এবং সবশেষে নিস্পৃহের।

> সমকামিতার আবেগ ও অনুভূতি এক সুস্থ মানসিক চেতনা বলেই ভাবা হয়

বেশীরভাগ গবেষকেরা বিশ্বাস করেন যে, একজন মানুষের (পুরুষের বা নারীর) যৌনজীবনযাত্রে পূর্বনির্ধারিত এবং অপরিবর্তিত থাকে যদিও তখনও-বাস্তবিকপন্থী জীবনধারা (ইভাংগেলিক) এই মত মানেন না।

সমকামিতাগ্রহণে এবং বিপরীতকামিতা পুণ্যস্থাপনার চেষ্টায় কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে –

১. চিকিৎসার মাধ্যমে অনীহা সৃষ্টির চেষ্টা করা, যেমন উলঙ্গ পুরুষের ছবির সারি দেখানোর সময়কাল ইলেকট্রিক শক দেওয়া।

২. হেলেসাজারি যেমন ফ্রন্টাল লোবেকটমি করে অনুভূতি কিছু করা।

৩. পুরুষাঙ্গছেদন করে দেওয়া।

৪. মনঃসমীক্ষণ ও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৫. ওষুধের ব্যবহার যেমন, জ্ঞান প্রক্রিয়ের নিয়ার্স, কোকেন, ইস্ট্রোজেন ও এনড্রোজেন।

৬. প্রচলিত চিকিৎসা যেমন, হেপনোসিস (মাস্টারবেশন) উত্তেজনা সৃষ্টিকালীন অবস্থায় নগ্ন নারীর ছবি দেখানো।

৭. প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক ভিক্ষা।

৮. কাল্পনিক পুণ্যাপৌনিক একত্রোমির দ্বারা চিকিৎসা করা যেমন উলঙ্গ উদ্বিগ্নিদের ছবি দেখিয়ে বিরক্তি উৎপাদন করা।

উপরোক্ত কোন পদ্ধতিই বাস্তবে কার্যকর হয় না। কোনও কোনও তথাকথিত সফল চিকিৎসা সমকামীদের কেবলমাত্র কৌমার্যবরণে প্রচোদিত করতে পেরেছে। এমন চিকিৎসার মাধ্যমে বহুত্রা কোনও কোনও উভকামী শুধু বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনে বাধ্য হচ্ছেন। এমন চিকিৎসায় যৌনঅনুভূতি বা জীবনধারা পরিবর্তন কখনোই হতে দেখা যায় না।

এবার দেখা যাক মানুষের যৌনপ্রকৃতি কী ভাবে নির্মিত হয়। আগেই বলা হয়েছে বেশীরভাগ মানুষই পুরো পরস্পরবিরোধী জীবনধারার কোনও একটাকে গভীর বিশ্বাস রাখে যেমন –

১. সমকামীরা যৌনজীবনধারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সাধারণত নেয় কুড়ির বয়সসন্ধিক্ষণে। উপযুক্ত পরামর্শের বা প্রার্থনার সাহায্যে সমকামনা নিবৃত্ত করা যায় যদিও এই পরিবর্তন আনা প্রায়ই খুব দুরূহ কাজ।

২. সমকামনার জীবনধারা অজ্ঞাবয়সেই অর্থাৎ ৫-৭ বছরের মধ্যেই নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রে তা জন্মেরই আগে থেকেই নির্ধি হয়ে যায়। হয়তো জন্মের 'জন্মের' প্রথম পড়েই। এই প্রকৃতিক ধারাটির পরিবর্তন ঘটানো সমকামীর নিজের বা পিতা-মাতার ধারণারও আয়ত্তে নয়।

উপরে দেশগুলো থেকে পাওয়া তথ্যের বিরাট অংশ ছিটীয় অভিজ্ঞতারই সম্পর্কে।

বা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের এক মর্মান্তিক রেজাল্ট প্রতিবেদন। রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ তরুণবয়সের আত্মহত্যারত যে বা লেসবিয়ান। তারা আত্মহত্যা করে হয় যখন বুঝতে পারে যে তারা সমকামী এবং এও বোঝে যে তাদের নিজেদের যৌনধারা পালটিয়ে তারা অক্ষম, অথবা তারা থাকতে বাধ্য জীবন তাদের যে বা লেসবিয়ান হয়েই পাঠাতে হবে। এমন তরুণতরুণীদের সন্ধানে বাড়ীতে, স্কুলে পরিবেশ, স্কুলে অথবা অন্যত্র সমকামীদের ভুল ধারণাকে দূর করেদেই শোধানো হয়ে থাকে। তাদের জীবনধারা পালটাবার অবকাশ যদি থাকেও তবে নিশ্চিতই তারা নিজেদের জীবনধারা ঘটিয়ে এই বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে উপযুক্ত পরামর্শ নেবারই চেষ্টা করবে। এই অথবা মৃত্যুগুলোর জন্যে দায়ী সমাজের সমকামিতার প্রতি এতখানি ঘৃণার ও ঘৃণার মনোভাব, তাই নয় কী?

আশ্রয়াসার্কেল: পোষ্ট বক্স নং ৬৮, জি.পি.ও. পাটনা ৮০০ ০০১, সমকামী নারী-পুরুষদের জন্য একটি সমর্থনগোষ্ঠী; টাইম শেয়ার পত্রিকার প্রকাশক। e-mail: aasra11@hotpop.com

এইডিএ (এইডস কেন্দ্রীক বিরোধী আন্দোলন): পোষ্ট বক্স ৫৩০৬, মিউ দিল্লী ১১০ ০৫৩, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন, নারী, সমকামী, রক্তদানের দ্বারা জীবিকানির্বাহী এবং ড্রাগ আসক্ত বিষয়ে সম্প্রদায় ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কাজে রত। সদস্যরা প্রতি বুধবার সন্ধ্যা ৬-৩০ থেকে ৯টা পর্যন্ত মিলিত হয় দিল্লীর কনস্টিটিউশনের ইন্ডিয়ান কফি হাউস-এ।

বম্বে দোস্ত: ১৩৫ ডিভা বীনা শর্মা সেন্টার (বান্দ্রা স্টেশনের বিপরীতে), বান্দ্রা (পশ্চিম), মুম্বই ৬০০ ০৫০, সমকামী নারী এবং পুরুষদের সমর্থন গোষ্ঠী। বম্বে দোস্ত পত্রিকার প্রকাশক। Website: www.bombay-dost.com

ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল ফিডিলস, সমাজ উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য বিভাগ: ৫, সেক্সপীয়র সরণী, কলকাতা ৭০০ ০৭১, ফোন: ৯১ ৩৩ ২৮২ ৫৩৭০।

কারেন্সী কোয়েস্ট ফর লেসবিয়ান রাইটস্: পোষ্ট বক্স ৫৫২৬, লজপত নগর, সেন্ট্রাল অফিস: নয়া দিল্লী - ১১০ ০২৪, সমকামী নারী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এবং অধিকার বিষয়ে কর্মরত ব্যক্তি এবং সংস্থার যৌথ প্রয়াস। e-mail: calcir@hotmail.com

সিসি.আর.সি. (সিসি-ডেকান রিসোর্স সেন্টার): গ্রাম: আমগাঁই, পোষ্ট অফিস: সৈদাদ হাট, জায়া জোকা, বা: ২৪ পরগণা, পিন ৭৪৩ ৪১২, ফোন: ০৩৩ ৪৩৭ ১২০৯/১১২, প্রজনন স্বাস্থ বিষয়ক তথ্য এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

সিমি আশ্রয়: ৬৩ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলকাতা ৭০০ ০১১, ফোন: ০৩৩ ২৪৪ ২৭০৫/৬২৬২, সিমি-এ শহর প্রকল্প, যা পথবাসী শিশু এবং কর্মরতী শিশুদের জন্য কাজ করে।

এফ. পি. এ. আই. (ফ্যামিলি প্লানিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া): ৪ বি এবং সি নীলাম্বর, ২৮বি সেক্সপীয়র সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০১৭, ফোন: ৯১-৩৩-২৪৭৩৫২৪। প্রজনন স্বাস্থ বিষয়ে শিক্ষা, সেবা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা।

ফ্রেন্ডস ইন্ডিয়া: পোষ্ট বক্স নং ৩৬৯, জি.পি.ও., সাক্রী ২২৬ ০০১, সমকামী মানুষদের মধ্যে এইডস সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শলা-পরামর্শমূলক সেবা। ভ্রাতৃত্ব নামক জমায়েত কেন্দ্র, ০৫২২ ২৭৫১০৫ বিকাল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত, বৃহস্পতিবার বন্ধ। এ একটি হেল্প লাইন পরিচালনা এবং সেক্সুয়াল লাস্ট নামক পত্রিকা প্রকাশ করে।

দে কালকাটি: www.egroups.com গ্রুপ্রবসাইটির অন্তর্গত e-mail ভিত্তিক সাহায্যকারীদের তালিকা, যার মাধ্যমে খবরাখবর আদান-প্রদান বা আলোচনা করার সুবিধা পাওয়া যাবে। gaycalcutta-subscribe@egroups.com-এ একটি খালি mail পাঠিয়ে আপনিও এর তালিকাভুক্ত হতে পারেন।

গুপ্ত আশ্রয় ইউ: প্রযত্নে সাংকর, ২০১ হরিশ মুখার্জি রোড, ২য় তল, ১ এবং ২ লাল বাগ রোড, বালিগঞ্জের ৫৬০০২৭, সমকামীদের সমর্থন গোষ্ঠী। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ থেকে ৮-৩০টি পর্যন্ত জমায়েত হয়। সক্রিয়তা পত্রিকা প্রকাশনায় সহায়ক।

হমরাহি: পোষ্ট বক্স নং ৩৯১০, প্রাসুক পঞ্চ, মিউ দিল্লী ১১০ ০৪৯, ফোন: ৩১১ ৬৮৫ ১৯৭৩/৭১, সমকামী নারী-পুরুষ ও উভকামীদের সমর্থন গোষ্ঠী। দর্পণ পত্রিকার প্রকাশক, ০১১-৬৮৫১১৩-এ ফোন ও বৃহস্পতি সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা বৃহত্তরভিত্তিক পরামর্শ প্রদান, মাসের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম শনিবার ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত বৈঠক করে।

হমসফর ট্রাস্ট: পোষ্ট বক্স ৬৯১৫, সাখী কুঞ্জ (পশ্চিম), মুম্বই ৪০০ ০৪৪, বম্বে দোস্ত-এর সহযোগী সংস্থা, ০২২-৬৭২ ৬৯১৩-এ হমসফরকি আওয়াজ ভয়েস মেল সার্ভিসের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান এবং সমকামী পুরুষদের জন্য হমসফর ড্রপ-ইন-সেন্টার পরিচালনা করে।

আই. সি. এইচ. আর. এল (ইন্ডিয়া সেন্টার ফর ইউমান রাইটস্ অ্যান্ড ল): গভ: ল, গিডিগুড়ি, জেলা হাই: ফুল, ৮৪ সামুয়েল স্ট্রীট, ফোর্ট, মুম্বাই - ৪০০ ০০১, ফোন: ৯১ ২২ ৩৭০ ২৫৯২। ভারতীয় সংবিধান সম্প্রদায়গুলির মানবাধিকার বিষয়ে কর্মরত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। e-mail:harigha@giasbm01.vsnl.net.in

ইনডেক্স (ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক): ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার, ৫ সেক্সপীয়র সরণী, কলকাতা ৭০০ ০৭১, ফোন: ৯১-৩৩ ২৯২ ৫৩৭০, ইন্টারনেট ভিত্তিক ভারতীয় উন্নয়নমূলক বিষয়ে তথ্যাবাযোগ ব্যবস্থা, Website: www.indev.org

জবানা: ১ বাচ্চু কলোনী, চাকুরিয়া, কলকাতা ৭০০০৩১ যৌনকর্মী তাদের শিশুদের এবং বস্তিবাসী শিশুদের জন্য উন্নয়নমূলক কাজে রত।

লাইফলাইন কাউন্সেলিং: ফোন ০৩৩ ৪৭৪ ৫২৪৪/৫২৮৬, কলকাতায় ফোন পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় সেবাব্যবস্থার সাথে যোগাযোগ সাধন সহযোগিতার রত।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ: ২৯/১ বালীগঞ্জ পার্ক সেন, কলকাতা ৭০০ ০১৯, ফোন: ৯১ ৩৩ ২৪০ ২৪৯৩, নারীর অধিকার বিষয়ে কর্মরত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

বাচ্চু ফাউন্ডেশন (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট: পোষ্ট বক্স ৩১১০, আসুক পঞ্চ, নয়া দিল্লী ১১০ ০৪৯, ফোন: ৯১ ১১ ৬৮৫ ১৯৭৩, দক্ষিণ এশীয়দের যৌন স্বাস্থ বিষয়ে কর্মরত সংস্থা, e-mail: info@sar.unv.ernet.in

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস্ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্থা: প্রযত্নে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ। এইডস্ প্রতিরোধমূলক সেবায় কর্মরত বিভাগ, ১০৯৭-এ ফোনের মাধ্যমে এইডস্ বিষয়ে সহযোগিতামূলক পরামর্শ প্রদান রত।

পাম এভিনিউ ইন্টারেশন সোসাইটি: প্রযত্নে পবন, পোষ্ট বাগ নং ১৩২৩৭, কলকাতা ৭০০ ০১৯, যুব সম্প্রদায় এবং বৌনতা অনুসারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সাথে কর্মরত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। e-mail: breeze@cal2.vsnl.net.in

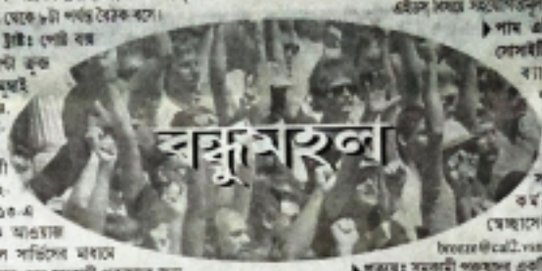

প্রত্যয়: সমকামী পুরুষদের একটি সমর্থন গোষ্ঠী, পোস্ট বক্স নং ১৩০০৩, কলকাতা ৭০০ ০৫৩, ফোন: ৯১ ৩৩ ৪০০ ০৪৫৩।

প্রান্তিক: পোষ্ট বক্স নং ১৩০০৩, কলকাতা ৭০০ ০৫৩, ফোন: ০৩৩ ৪০০ ০৪৫৫, এইচ আই ভি/এইডস, যৌনস্বাস্থ/প্রজনন স্বাস্থ শিক্ষা এবং সমর্থনমূলক সেবা প্রদানকারী সংস্থা।

রবি ফিকফরির আন্ড হিলিং ড্রুগ ইনসেন্টা: এইচ-৪১ এ কালবাড়ি, তৃতীয় তল, নয়া দিল্লী ১১০ ০১৯, ফোন: ৩১১ ৬২৩ ৮৪৬৬/৬২২ ৪০৪২, আন্তীয়-পরিজন দ্বারা যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষিত মহিলাদের সমর্থন সংস্থা।

সহায়: ২২/১/১/১ মানবারপুকুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৯, দুঃস্থ শিশুদের জন্য স্বাস্থ এবং শিক্ষা বিষয়ে কর্মরত সংস্থা।

সখিকণী: ৩৭ সাউথ এন্ড পার্ক, কলকাতা ৭০০০২৯, ফোন: ০৩৩ ৪৬৯ ৩৫০৮, মানবিচিত্রমূলক শিক্ষা এবং মানসিকবিকাসমূলক সেবা প্রদান এবং মানসিকবিকাস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা।

সমিতী: ফোন: ০১১ ৬৮৫ ১৯৭০/৭১, দিল্লীতে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত সমকামী ও উভকামী নারীদের জন্য পরামর্শদানকারী সেবা ব্যবস্থা।

সরণী: ৮৪ ফাউডলা রোড, ফ্লাট নং ২, কলকাতা ৭০০ ০১৭, বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে পরীক্ষামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনকারী সংস্থা।

সাথী: পোষ্ট বক্স ৫৭১, পুতলী বাওলি, হায়দরাবাদ ৫০০ ০৯৫। সমকামী এবং উভকামী পুরুষদের সমর্থন গোষ্ঠী। e-mail: sathi99@hotmail.com

সেন্টার ফিলাল এইড রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার: পি ১১২, লেক টেরেস, কলকাতা ৭০০ ০২৯, ফোন: ৩৩৩ ৪৬৩ ৫৬৫৯, বিভিন্ন প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলির জন্য আইনী সহযোগিতা ও সমর্থন মূলক সেবা প্রদান রত।

সাকো: প্রযত্নে রঞ্জন, পোষ্ট বাগ নং ৭১৪, কলকাতা ৭০০ ০১৭, সমকামী এবং উভকামী মহিলাদের সমর্থন সংস্থা।

স্বয়ম: ১১ বালু ওকর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৭, ফোন: ৯১ ৩৩ ২৮০ ৩৪২৯, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কর্মরত সংস্থা।

মহিলা কাউন্সেলর: ২য়ি, মৌর্য সেন্টার, ৪৮ পড়িয়ামাটি রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৯, ফোন: ৪৬৭ ৬১২৯, যৌনস্বাস্থ ও প্রজননস্বাস্থ বিষয়ে সামাজিক জনসাযোগ মূলক সংস্থা।

বিদেশ

ইন্দো ইন্টারন্যাশনাল সে আন্ড লেসবিয়ান ইউমান রাইটস কমিশন: ৮১ কোলেনবার্গেট, বি১০০০ ব্রাসেলস, বেলজিয়াম, ইন্দো বুলেটিন-এর প্রকাশক।

লেস্বা নু সম্ভরা: জালান মুলিওসারি টিমর ৪৯, সুরাবায়া ৬০১১২, ইস্ট জাভা, ইন্দোনেশিয়া, সমকামী পুরুষদের জন্য সমর্থন সংস্থা। লেস্বা নু সম্ভরা পত্রিকার প্রকাশক।

আই.জি.এল.এইচ.আর.সি ইন্টারন্যাশনাল সে আন্ড লেসবিয়ান ইউমান রাইটস্ কমিশন: ১০৬০ মিশন স্ট্রীট, সুট ২০০, সান ফ্রান্সিসকো, সি.এ ৯৪১০৩, ইউ.এস.এ, ফোন ৪১৫ ৪৯৫ ৮১৮০। সমকামী নারী-পুরুষ ও উভকামীদের মানবাধিকার বিষয়ে কর্মরত সংস্থা। এমারজেন্সি রেসপন্স নেটওয়ার্ক পত্রিকার প্রকাশক।

ত্রিকোণ: পোষ্ট বক্স ২১০৫৪, সান ফ্রান্সে, সি.এ ৯৫১৪১-১০৫৪, ইউ.এস.এ, ফোন ১ ৪০৮ ২৭০ ৮৭৭৬, যৌনতা অনুসারে বঞ্চিত এশীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমর্থন গোষ্ঠী, ত্রিকোণ ম্যাগাজিন-এর প্রকাশক। e-mail: trikone-web@trikone.org, Website: www.trikone.org

শহরে কড়চা

২৬শে জানুয়ারী '৯৯ - শহরের বুকে জন্ম নিল আরেকটি সংস্থা - ইন্টিগ্রেশন। পূর্বাঞ্চলের সমকামী আন্দোলনে আর একটি পদক্ষেপ। দীর্ঘ দু'বছরের কাউন্সেল ক্লাবের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসে ইন্টিগ্রেশনের অঙ্গীকার শুধুমাত্র সমকামিতা নয়, বরং যুব সমাজ ও যৌনকর্মী সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন। দশজন সদস্য সমন্বিত এই বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি কাজ শুরু করেছে।

Reach out as far as you can

১৪ই ফেব্রুয়ারী '৯৯ - কলকাতার কাউন্সেল ক্লাব ও হায়দরাবাদের সাথী-র যুগ্ম প্রয়াসে হায়দরাবাদের আয়োজিত একটি সম্মেলনে জন্ম নিল সমকামী নারী-পুরুষ-উভকামী এবং রূপান্তরকামী ব্যক্তি ও সংস্থার জাতীয় সমন্বয় - LGBT INDIA. উদ্যোগ যৌনতা অনুসারে সংখ্যালঘুদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে এই সম্মেলনে পরিকল্পনা কালে সামিল ছিল কাউন্সেল ক্লাব ও ইন্টিগ্রেশন।

৫ই মার্চ '৯৯ - কলকাতায় এমন উদ্যোগ এবং সেখানে আমন্ত্রিতদের সাড়া দেওয়ার নজির এই প্রথম। কাউন্সেল ক্লাব ও ইন্টিগ্রেশনের উদ্যোগে আয়োজিত হল মিডিয়া মিক্স 'অনুরণন'। উদ্দেশ্য বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ত্রৈমাসিক আলোচনা সভা, যাতে সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের সমকামী আন্দোলনের খুঁটি-নাটি খবর আদান-প্রদান করা। এই মার্চ, ২রা জুলাই এবং ২৩শে ডিসেম্বর তিনটি মিডিয়া মিক্স-এ সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাড়া দেওয়া সমকামী আন্দোলনে প্রকৃতই উৎসাহব্যঞ্জক।

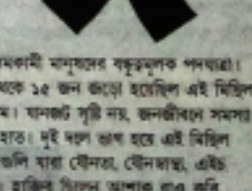

২৬শে জুন '৯৯ - কাউন্সেল ক্লাবের বিগত দু'বছরের যাত্রা একভাবে পরিপূর্ণ রূপ পেল – জন্ম নিল 'সাহো' – মহিলা সমকামী এবং উভকামী মহিলাদের একটি সমর্থন গোষ্ঠী। প্রথম থেকেই কাউন্সেল ক্লাবে কয়েকজন মহিলা সদস্য থাকলেও এবার তারা আরো সুসংবদ্ধভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে তৈরী করেছেন নিজেদের জায়গা। যেখানে আরো অনেক মহিলা আসতে পারছেন নিজেদের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা ভাগাভাগি করে নিতে। জাতীয় স্তরে সমকামী আন্দোলনে 'সাহো' ইতিমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছে। পথ চলা শুরু হয়েছে - চলছে - চলবে।

15 friends walk with gay abandon

২রা জুলাই '৯৯ - ভারতবর্ষে প্রথম আয়োজিত হল সমকামী মানুষদের বন্ধুত্বমূলক পদযাত্রা। 'প্রেডশিপ ওয়াক ৯৯', প্রত্যন্তের বিভিন্ন শহর-গ্রাম থেকে ১৫ জন জড়ো হয়েছিল এই মিছিল নগরী কলকাতায়। তবে এ মিছিলের রং ছিল অন্যরকম। যানজট সৃষ্টি নয়, জনজীবনে সমস্যা সৃষ্টি নয় বরং সমাজের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধুত্বের হাত। দুই দল ভাগ হয়ে এই মিছিল পরিবর্তন করেছে সেই সব ব্যক্তি এবং সরকারী দপ্তরগুলি যারা যৌনতা, যৌনস্বাস্থ, এইচ আই ভি/এইডস মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে কর্মরত। যাত্রীর ছিলেন অশোক রাও কবি, গ্রাহাইস ঘান-প্রমুখ ব্যক্তিরা, LGBT INDIA-র উদ্যোগে এবং কাউন্সেল ক্লাব ও ইন্টিগ্রেশন এর ব্যবস্থাপনা অনুরণনটিকে সার্থক করে তুলেছিল।

৩রা জুলাই '৯৯ - ইন্টিগ্রেশন আয়োজন করল 'ইনফোটেনমেন্ট' অনুরণন। মহানগরীর অন্ধ যৌনতা ও যৌনস্বাস্থ এবং এইচ আইভি/এইডস্ বিষয়ে তথ্য আহরণে সহায়ক কুইজ আয়োজনের মাধ্যমে শহরের সমকামী সমাজের গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপে এই উদ্যোগ এসে মিল আর এক রং। পরবর্তী পর্যায়ে ২৭শে নভেম্বর আবার উদ্যাপিত হয় এই কুইজ।

১০ই আগষ্ট '৯৯ - কাউন্সেল ক্লাব-এর ৬ষ্ঠ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অবন মঞ্চলের (CLT) প্রকাশ্য মঞ্চে সমকামী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে নিয়ে সমকামিতা বিষয় ভিত্তিক এক মনোরঞ্জক অনুরণন পরিবেশন করল কাউন্সেল ক্লাব। গান, নাচ এবং স্লিচিত্র সমন্বিত একটি তথ্যচিত্র পরিবেশনার মাধ্যমে কাউন্সেল ক্লাব দর্শক মন্ডলীর কাছে তুলে ধরল কলকাতা তথা সমগ্র পূর্বাঞ্চলের সমকামী আন্দোলনের ইতিহাস।

কি এই নয়া প্রবর্তক?

পূর্বাঞ্চলের সমকামী সমাজের প্রথম এবং একমাত্র সমর্থনগোষ্ঠী কাউন্সেল ক্লাব-এর মুখপত্র এই 'নয়া প্রবর্তক'। সৃজনশীল বা গবেষণামূলক প্রবন্ধ, আত্মকথা, গল্প, কবিতা, ছবি, সমকামীদের যৌনস্বাস্থ এবং এইচ আই ভি/এইডস্ বিষয়ে লেখা বা মতামত নিয়েই তৈরী নয়া প্রবর্তক। বহু হাজার মানুষের অজানা কথা পৌঁছে দেয় অজানার চেয়েও অজানা মানুষজনের কাছে। এটাই 'নয়া প্রবর্তক'-এর এই নব অবতারের অঙ্গীকার।

কিভাবে পাবেন এই নয়া প্রবর্তক?

নয়া প্রবর্তক প্রতি সংখ্যা পাবেন ১০ টাকা। ছয়টি সংখ্যার বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৬০ টাকা। ডাকযোগে পেতে ডাকব্যয় বাবদ বেয় বার্ষিক চাঁদা ১০০ টাকা। ডাকযোগে একটি সংখ্যা পেতে আপনার সম্পূর্ণ ঠিকানায় ১৫ টাকা মূল্যের ডাক টিকিট পাঠান। গ্রাহক সংক্রান্ত যে কোনো চাঁদা কেবলমাত্র নগদে দিতে হবে।

কোথায় পাবেন নয়া প্রবর্তক?

কলকাতা-পীযূষ বুক স্টোর, ৩১এ শ্যাম প্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৫, ভবানীপুর থানার বিপরীতে, ইন্দিরা সিনেমার সামনে।
দিল্লী - সিগল ট্রী, ৬ নং বিশাল বিল্ডিং, পালর্মেন্ট স্ট্রীট, কনট প্লেস, মিউ দিল্লী ১১০ ০০১।

কাদের সাহায্যে প্রকাশিত এবারের নয়া প্রবর্তক?

অনিল, পবন, মদন, মিঠু, রাজা ও রঞ্জন।
সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই তাদের যারা দীর্ঘদিনব্যাপী ধেয়ে থাকা এই প্রয়াসকে আলোর দিশার আলো দেখতে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।
লেজার সেটিং: এ ফোর, কলকাতা
মুদ্রণ: গ্রাফিক কমিউনিকেশনস, কলকাতা

কিভাবে আপনি সাহায্য করতে পারেন নয়া প্রবর্তককে?

আপনার পক্ষ থেকে গ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যে কোনো সৃজনশীল বা গবেষণা মূলক রচনা, গল্প, কবিতা, আঁকা ছবি, মতামত ও সমালোচনাকে স্বাগত জানায় নয়া প্রবর্তক। আপনার লেখা গোটা অক্ষরে, ফাঁকা ফাঁকা করে লিখে, আপনার ঠিকানা ও প্রয়োজনীয় মূল্যের ডাক টিকিটসহ পাঠান নীচের ঠিকানায়। আপনার অনুমোদন ব্যতিরেকে আপনার নাম ছাপা হবে না। প্রয়োজনে ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।
নয়া প্রবর্তক, প্রযত্নে রঞ্জন, পোষ্ট বাগ নং ৭১৪, কলকাতা ৭০০ ০১৭।

সুখের খোঁজে সাগরপানে

– জয়ন্ত, চিত্রাঙ্কন

কিন্তু আমার মন, আমার শরীর, আমার সব অনুভূতিগুলো যে কারোর স্পর্শ পাবার আশায় উন্মুখ। একাকীত্বের যন্ত্রণা কি শেষ হবার নয়!...

নিজেকে উপলব্ধি করতে গেলেও যে শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন হয় তা বুঝতে এখন আর ভুল হয় না। হয় না এই জন্যে যেতেতেও প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন। সমুদ্রের অভিঘাত মনকে পড়ে নিয়ে বলে যায়, আর কত দিন! এবার মাথা তোলার সময় হয়েছে। সুখের খোঁজে পথে নামতে মনকে শক্ত করতে হয়। সমুদ্রের নিশ্ছিদ্র আড়ালে মন আকুল হয়, দুঃ হয় কই? পত্রবন্ধু টনি একদিন সাগর পার থেকে লিখলো, 'আমার বাবা মা-কে সব বলেছি। আমার পরিচিতরাও জানে আমি সমকামী। সবাই সহজ ভাবে নিয়েছে। সবাই প্রাকৃতিক।' জেনেছিলাম, সাজেবাসর দেশ। ওরা তো অনেক ব্যাপারেই আমাদের চেয়ে এগিয়ে। তাই ওদের জীবনযাপন একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই সবাই মনে করে। কিন্তু টনি তো বহুদূরের। হয়তো বা কোনদিন ওর সাথে দেখাও হবে না। যা কিছু সম্পর্ক, যত নিবিড়ই হোক চিঠিপত্রের খাতেই আবদ্ধ থাকবে। কিন্তু আমার মন, আমার শরীর, আমার সব অনুভূতিগুলো যে কারোর স্পর্শ পাবার আশায় উন্মুখ। একাকীত্বের যন্ত্রণা কি শেষ হবার নয়!

খুব ছোটবেলা থেকেই যৌনতা সম্পর্কে একটা আগ্রহ আমার ছিল। এবং খুবই স্বাভাবিক ভাবে। না, সব না কিশোরীর এইসব ধারণা একেবারেই ছিল না। তারপর বয়ঃসন্ধির সময়ে আমার অন্তর্মুখী স্বভাব সমমানসিকতার বন্ধুত্বের অভাবে মনের দরজা দিল শক্ত করে বন্ধ। সমীক্ষীলতার মানসিকতা গ্রাস করলো গভীর ভাবে। শক্তি ছিল না মনুষ্য ঢেলার, সাহস ছিল না সুখ আদায় করার, মন ছিল না শক্তি খোঁজার। ফলে নিজেকে ছিঁপে বন্ধ মনে করতে লাগল দিনের পর দিন। মনের মত সঙ্গীর খোঁজ না পেলেও জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলোয় কোন ঘাটতি হয়নি। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে জীবনের শূণ্যতা যেন ক্রমশ বাড়তে লাগলো। এরই মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক একেবারে যে কারোর সাথে ছিল না তা নয়। হয়ত বা কৌতূহল কিংবা কারোর জন্য উদ্বেগে পর পর তিন জনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম। পরে জেনেছি, তারা সবাই বিপরীতকামী। আমার সাথে সম্পর্ক নেহাতই আমার নবম মানসিকতার ফল। ফলে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক কারোর সাথেই হল না। এখনো হয়নি। হবে কি না কে জানে!

একমাথা বড় বড় চুল আর গভীর দিঘির মতো দুটি চোখ নিয়ে রণ আমাকে ঠিক চিনেছিল। রাস্তার মাঝেই ও আমার হাত ধরে বলেছিল, আছে অভীক না! সত্যি, রণ-র চোখ আছে। আছে খুঁজে বার করার শক্তি। হাঁ, রণ-র সাথে আমার প্রথম দেখা এটাই। কলকাতায়। ওরা তার পঞ্চ বছর আগেই কলকাতার তৈরী করে ফেলেছে সমকামীদের সংগঠন। অস্থির চিত্তকে রোধ, সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করতে ওরা কাজ করে যাচ্ছে। সাপ্তাহ পত্রের টনি-র কথাই গুলনাম রণ-র মুখেও। "বাবা-মা জানে, অফিসেই জানে। নির্দ্বিধা আছি ..." জানা গেলেছিল। খু-উ-ব। এত সাহস, এত শক্তি!

কলকাতা থেকে আড়াইশো কিলোমিটার পশ্চিমে ব্যাপার শীমান্তে বসে বড় সামান্য বলে মনে হয়েছিল ওদের। আমাদের এই মফস্বল, রাত গভীরের পর যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা অনিশ্চিত। শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রে যারা কলকাতামুখী। যেখানে চোখ বন্ধ সবার অনুকরণের বিষয়। যেখানে জিন্স পরা মেয়ে কিংবা বিড়ি পরা খুবতী ধনবের শীর্ষ বিন্দু হল - সেখানে সমকামিতার সোচ্চার ঘোষণা। শহরে কে কোন ধরনের প্রকরণ লাগিয়ে দিল।

না, আমি পারিনি। নিজেকে সমকামী বলে ঘোষণা করতে। পারব কি না অন্তত এখানে এই পরিবেশে থেকে তা-ও জানিনা। জানিনা আমার মত এই ছদ্মে আর কেউ দুলছে কি না! অনেক ছেলে, অনেক সময় পেরিয়ে এটুকু পরিচিত মহলে জানিয়ে নিতে পেরেছি, তথাকথিত বিয়ে করে ঘর সংসার করছি না।

রণ এবং ওদের সংগঠনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে অন্তত পাপে একা বলে মনে হচ্ছে না। মাঝ বয়সে এসে এতদিন বুঝতে পারছি, আমার অসংখ্য বন্ধু রয়েছে এই পৃথিবীতে। অপেক্ষা শুধু খুঁজে নেবার, আপন করে কাছে পাবার। এত শক্তি কিংবা সাহস পাব তো? রণরা কি পারবে না আমার মনের বন্ধ দরজা খুলে দিতে?

শব্দ-প্রতি-শব্দ

শা	ক	ন্ডো	ম	ত	যৌ	প
উ	ত্তী	র্ক	দ	প	ন	সা
প	ম্প	রি	ন	এ	তা	ত
স	এ	চ	ক	মি	ত্র	লি
গ	ঙ্গ	ই	কা	তা	যৌ	ঙ্গ
ড	কা	ম	ভ	লী	ব	ল
ঝ	স	জ্ঞ	ছ	স্	ন	গ

- নীচে দেওয়া সূত্র অনুসারে ছকে দেওয়া বর্ণগুলির মধ্যে থেকে শব্দ খুঁজে বার করতে হবে।
- গঠিত শব্দগুলির ডানপাশে লেখা বা লেখসিল দিয়ে গোল দাগ করে দিন এবং নীচের সূত্রের পাশে পূরণচিহ্নও সঠিক শব্দটি লিখুন।
- পাশাপাশি, কোণাকুনি বা উপরনীচে শব্দগুলিকে আবিষ্কার করুন।
- জেরক্স করে উত্তর পত্র পাঠান নয়া প্রবর্তক-এর ঠিকানায়।

১. শরীর সম্পর্কীয় (৪) _____
২. ব্যবহার করে সুখ যাওয়া (৩) _____
৩. কামের দেব (৩) _____
৪. জল ছাড়া নিজের কাছে যা আছে (২) _____
৫. যা নিয়ে বোধের অভাব দেখা যায় (৫) _____
৬. রোগের লক্ষণ (৪) _____
৭. যা দেখে বন্ধু পাই (৫) _____
৮. দুই জনে যা হয় (৩) _____
৯. যৌনক্রিয়া বিশেষ (৩) _____
১০. প্রতিরোধই একমাত্র উপায় (৪) _____
১১. শত্রু (২) _____
১২. যা উচিত হয় (২) _____
১৩. জীবনের যে পর্যায়ের নাম আছে (৩) _____
১৪. যা জয় করা দুঃসাধ্য (২) _____
১৫. এই কাগজ যে বিষয়ে (৫) _____

পরাগের কথা

"উঠেছে উঠেছে তোমায় নিয়ে আমার মনে কেউ
তুমিই আমার স্বামী ওগো তুমিই আমার বউ।"

– পরাগ

স্বপ্ন

– জয়

ইচ্ছে করে অন্য একটা স্বপ্ন দেখি
স্বপ্ন আমার চোখের তারায় দিয়ে টীকি,
তারাগুলো নিয়ে গেলেও স্বপ্ন ভুলা –
স্বপ্ন আমার থাকবে জেগে তোমায় পেলে।

স্বপ্ন আমার বুকের ভেতর ধমাকে আছে
তাইতো এলাম আজকে হঠাৎ তোমার কাছে,
তোমার কাছে স্বপ্ন আমার বিকিয়ে দিয়ে –
তোমার হাতে হাত রেখেছিলো স্বপ্ন নিয়ে।

তোমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছিলো স্বপ্ন আছে
স্বপ্ন আছে হারিয়ে যেতে তোমার কাছে
অনেকদিন দিনের স্বপ্ন আমার ভাবনা –
স্বপ্ন জুড়ে বুক বাতাস ফলকে পাওয়া।

স্বপ্ন আমার সত্যি হবেই মনের জোরে
আমরা সবাই নামব পথে নতুন ভোরে,
বলবে না কেউ ওই ছেলেটা বিপথগামী –
চেঁচিয়ে বলব আমরা সবাই সমকামী।

অবলম্বন

– সন্দীপ

আমাদের কেউ নেই
তাই আমরা সবাই এক
কেউ বোঝে না আমাদের
তাই আমাদের সামাজিক অস্তিত্বের সংকট
বিশাল মরুভূমির মাঝে যেমন
জেগে ওঠে মরুদ্যান
তেমনি কিন্তু আমাদেরও আছে এক
অবলম্বন
যা, আমাদের দেখিয়েছে জীবনের আলো,
চলতে শিখিয়েছে পথ,
তার নাম, অবশ্যই নয়া প্রবর্তক।

কেন এমন হল?

ছোটবেলায় পড়া Learning English-এর মাসের প্রবর্তক একসময় চতুর্থ শ্রেণীতে পড়া 'আনন্দপাঠের' আকার নিয়ে হল নয়া প্রবর্তক। আজ ক বছরেই সেটা আবার হয়ে গেল খবরের কাগজ-এর মত। আসলে আমরা বড় হচ্ছি কিনা! না আমরা বাঙালী আত্মপ্রসাদের ভাণ হিসাবে নয় নিজস্বই সম্পাদনের বন্ধুজনের দাবীতেই নয়া প্রবর্তক আজ বাংলায়! শুধু বাংলায়!! আর এই মাসে বুধবারে না ভাঙ্গের পর ভাঁজ করে মানুষী বানিয়ে লুকিয়ে রাখতে সুবিধা হবে যে! তবু অপেক্ষায় রইলাম আপনাদের মতামতের জন্য, বিষয়-আশয়, রং-চং, আকার-আকৃতি সবকিছু নিয়ে খোলা মনে আপনার মতামত বা পরামর্শ জানান নীচের ঠিকানায় - **নয়াপ্রবর্তক, প্রমথ রঞ্জন, পোস্ট বাগ নং ৭৬৪, কলকাতা-১৭।**

একটি বহু জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর

বহু গুভার্থীর একটা প্রশ্ন বহুদিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটা হল কিনা - কলকাতায় সমকামীদের জন্য এত সংস্থা থাকতেও আবার বাইরের রাজ্যের মত নতুন একটা 'ইন্টিগ্রেশন' পত্রিকার ওঠার কোনো দরকার ছিল কি? ওরা যেটা বুঝতে না সেটা হল আমাদের সম্পাদনাটা একটাই বড়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং একই সময়ে ঠিকমত যোগাযোগ যে কোনো সংস্থারই মূল্য এখানে কম যায় না। যে কাজ ন্যাটিসেল ক্লাব এর পীঠে পরিসরে করতে অপারগ তারই পরিপূরক তুলে নিতে আমাদের ইন্টিগ্রেশন। ন্যাটিসেল ক্লাব হল ইমোশন, আর অন্টিগ্রেশন হল প্রয়োজন। প্রমোট করতে ন্যাটিসেল ক্লাব ও সংস্থার মত সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ে সমর্থন জোগানোর ও সহযোগিতার হাত বাড়ানোর যুগপরিবর্তন। সে কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পথ চেয়ে আছি আমরা সিকে।

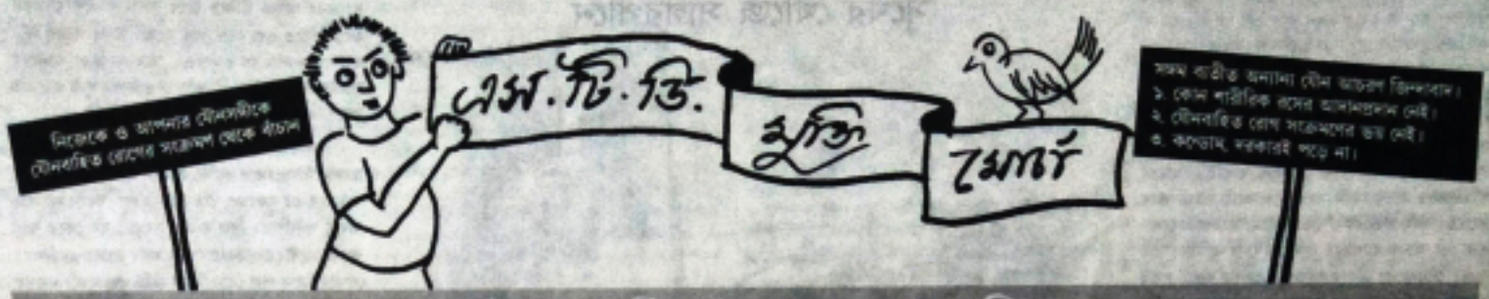

যৌনতা, নিরাপত্তা এবং আপনি

প্রত্যেক সক্রিয় যৌন ব্যক্তির জন্য সঠিক যৌন-স্বাস্থ বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম; সমকামী ও উভকামীদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। সমাজের প্রগতি আর পশ্চিমীকরণের সাথে সাথে যৌন বিষয়ে উদারতাও বাড়ছে। এর যেমন একটি ভাল দিক আছে, এটির কুফলও আছে – তা হল যুবক- যুবতীদের মধ্যে অবাধ যৌনসংসর্গ, এর ফলে বেড়ে যাচ্ছে বিভিন্ন যৌন রোগের আর HIV সংক্রমণের সম্ভবনা।

এবার দেখা যাক যৌনসংক্রমণগুলি কি কি। সর্বপ্রথমেই আসে HIV সংক্রমণ, যে অসুখ এখনো প্রকৃতপক্ষে দুরারোগ্য আর যা প্রতিরোধ করা কোনও প্রতিষেধক সম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভবনা ক্ষীণ। তাই HIV সংক্রমণ প্রতিরোধ করার একমাত্র উপায় হল নিরাপদ যৌন আচরণ (Safer Sex) অবলম্বন করা। যেমন Condom ব্যবহার করা, অচেনা লোকের সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত না হওয়া, বহুগামী (Promiscuous) মানুষের সঙ্গে যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

যেহেতু HIV সংক্রমণ বিশ্বে মারণাত্মক রূপ ধারণ করেছে সেহেতু আমরা এই ভয়ঙ্কর রোগ এবং তার প্রতিরোধ সম্বন্ধে কিছুটি সচেতন। কিন্তু অন্যান্য যৌন রোগ, যেমন Syphilis, Gonorrhoea, Chancroid, Lymphogranuloma Venerium, Genital Chlamydia, Genital Herpes, Genital Wart, এমনকি Hepatitis B, আর সম্ভবত Hepatitis C আমাদের শরীরের প্রভূত ক্ষতি করে এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এর মধ্যে অনেক রোগের চিকিৎসাই অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং কোনও কোনও রোগ যেমন Chronic Hepatitis, একবার হলে সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে থেকে যেতে পারে।

সুতরাং সব রোগের ক্ষেত্রেই যে কথাটি খাটে, 'Prevention is better than cure' ! যৌন রোগের ক্ষেত্রে সেটা বোধহয় একটু বেশীই প্রযোজ্য, তবু তাই নয়, রোগ প্রতিরোধ করা রোগের চিকিৎসা করার থেকে কম ব্যয়সাধ্যও বটে।

যৌনভাবে সক্রিয় থেকেছেন যুবক বা যুবতী তখনই সাবধানতা অবলম্বন করতে পারবেন যখন যৌন রোগগুলি সম্বন্ধে তার কিছু সাধারণ জ্ঞান থাকবে এবং সেই সংক্রমণগুলি কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কে ভালভাবে নিজে করতে পারবেন। আমাদের এই রক্ষণশীল সমাজে যৌন শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও এমন taboo (আড়ষ্টতা ও সংকীর্ণতা) আছে যে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের কথা বাদই দিলাম - অনেক তথাকথিত বিদগ্ধ মানুষই যৌনতা বিষয়ে আলোকপ্রাপ্ত নন - ফলে তাঁরা যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করতেন, আর নিজের ও অন্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ান।

তাই জনসাধারণের মধ্যে, সমকামীরাও যাদের থেকে পৃথক নয়, যৌন সাবধানতা অবলম্বন করলে, বিশেষ করে Condom ব্যবহার করলেই অনেক প্রাণঘাতী ব্যধি আর HIV সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন। আর এতে ঝামেলা যেমন কম, খরচও সাধ্যের আর সুফল অনেক বেশী।

HIV AND AIDS

সাধারণ কিছু তথ্য

এইডস (অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনিডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম) প্রথম লক্ষ্য করা যায় ১৯৮১ সালে। এইচ.আই.ভি (হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস) নামক জীবাণু সংক্রমণের কারণে এই রোগ হয়। এই জীবাণু শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

প্রাথমিক পর্যায়ের এইচ.আই.ভি-র সংক্রমণ পরিণত হয়ে এইডস্ রোগ হিসাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দশ বছর বা তারও বেশী সময় লাগতে পারে। রক্ত পরীক্ষা ব্যতীত ব্যক্তির শরীরে এইচ.আই.ভি. আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। অতএব বহু সংক্রমিত ব্যক্তিই তাঁর দেহে এই জীবাণুর সংক্রমণ সম্পর্কে জানতে পারেন না, আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এইচ.আই.ভি-র জন্য কোনো জীবাণুনাশক আজও তৈরী করা যায়নি, আর এইডস্-এর কোনো চিকিৎসাও নেই। অবশ্য বিভিন্ন সাধ্যমত লক্ষ্য নিয়ে এইডস সংক্রান্ত অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

এইচ.আই.ভি. জীবাণু সংক্রমিত হয় তিনভাবেঃ যৌন সম্পর্কের দ্বারা, রক্তের মাধ্যমে এবং মায়ের থেকে বাচ্চার শরীরে।

যৌন সম্পর্কেঃ সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমানে এইচ.আই.ভি সংক্রমণের কারণ সংক্রমিত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক। অন্যান্য যৌনরোগ থাকলে এইচ.আই.ভি সংক্রমণের সম্ভবনা আরো বেড়ে যায়। মহিলারা যে কোনো যৌনরোগ, এমনকি এইচ.আই.ভি. সংক্রমণের ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক অবস্থায় থাকেন।

রক্তঃ রক্তদানের জন্য ব্যবহৃত রক্তের মধ্যে অনেক সময়ে এইচ.আই.ভি. জীবাণু থাকার কারণে সংক্রমণের সম্ভবনা বেড়ে যায়। যে সব ব্যক্তি ড্রাগ নেন তারা একই সিরিঞ্জ ও সূঁচ একাধিকজন ব্যবহার করার জন্যেও তাদের এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ হয়ে থাকে। একজন সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহারের পর সেই সিরিঞ্জ বা সূঁচ থেকে যাওয়া সামান্য পরিমাণ সংক্রমিত রক্ত পরবর্তী ব্যবহারকারীর শরীরে রক্তে মিশে সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

মায়ের থেকে বাচ্চার শরীরেঃ সংক্রমিত মায়ের পেটে থাকার সময় বাচ্চার শরীরেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে, সংক্রমণ হওয়ার পরে তাদের সময় বা বুকের দুধ থেকেও। তবুও যেসব দেশে শিশুর অপুষ্টি মৃত্যুর হার বেশী এবং খোওয়ার দুধে অন্যান্য রুগ্ন রোগের জীবাণু থাকার সম্ভাবনার কারণে সেইসব দেশে গুঁড়ো দুধের বদলে অবশ্যপ্রয়োজন এবং ইউনিসেফ-এর মতো সংস্থাগুলি সংক্রমিত মায়ের বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোই ঠিক মনে করে।

নিরাপদ এবং বিপজ্জনক আচরণঃ কাশি বা হাঁচি, থুতু, চোখের জল বা ঘাম, কনমর্দন, বাস-ট্রাম-ট্রেনের সংক্রান্ত ব্যবহার করা, টেলিফোনে কথা-বলায়, জলপান বা শৌচাগার ব্যবহারে, মশা বা অন্যান্য পোকার কামড়ে, খালি পায়ে হাওয়া বাঁহলে এমনকি একজন এইচ.আই.ভি সংক্রমিত বা এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে কাজ করলেও কখোনই এইচ.আই.ভি সংক্রমণ হয় না।

এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত বলে এমন কিছুজন বিপন্ন ব্যক্তির মধ্যে যৌন সম্পর্কেও এইচ.আই.ভি সংক্রমণের সম্ভবনা থাকে না।

যদি একজন ব্যক্তি এইচ.আই.ভি সংক্রমিত হন, তার সঙ্গে এমন যৌন সঙ্গম করা হয়, যেখানে লিঙ্গ যোনি বা পায়ুর মধ্যে প্রবেশ করছে তাঁর জীবাণু সংক্রমণের চুড়ান্ত সম্ভাবনা থাকে। মুখমৈথুনে যেমন থেকে সংক্রমণের সম্ভবনা তুলনামূলকভাবে কম। সংক্রমিত যৌন সঙ্গমের সময় কণ্ডোম ব্যবহারে এইচ.আই.ভি সংক্রমণের সম্ভবনা অনেকাংশেই কমানো যায়।

চুম্বন, আলিঙ্গন, জড়াজড়ি করা, করমর্দন বা মালিশ করা, ইত্যাদির মতো শারীরিক সংস্পর্শ থেকে এইচ.আই.ভি সংক্রমণ হয় না।

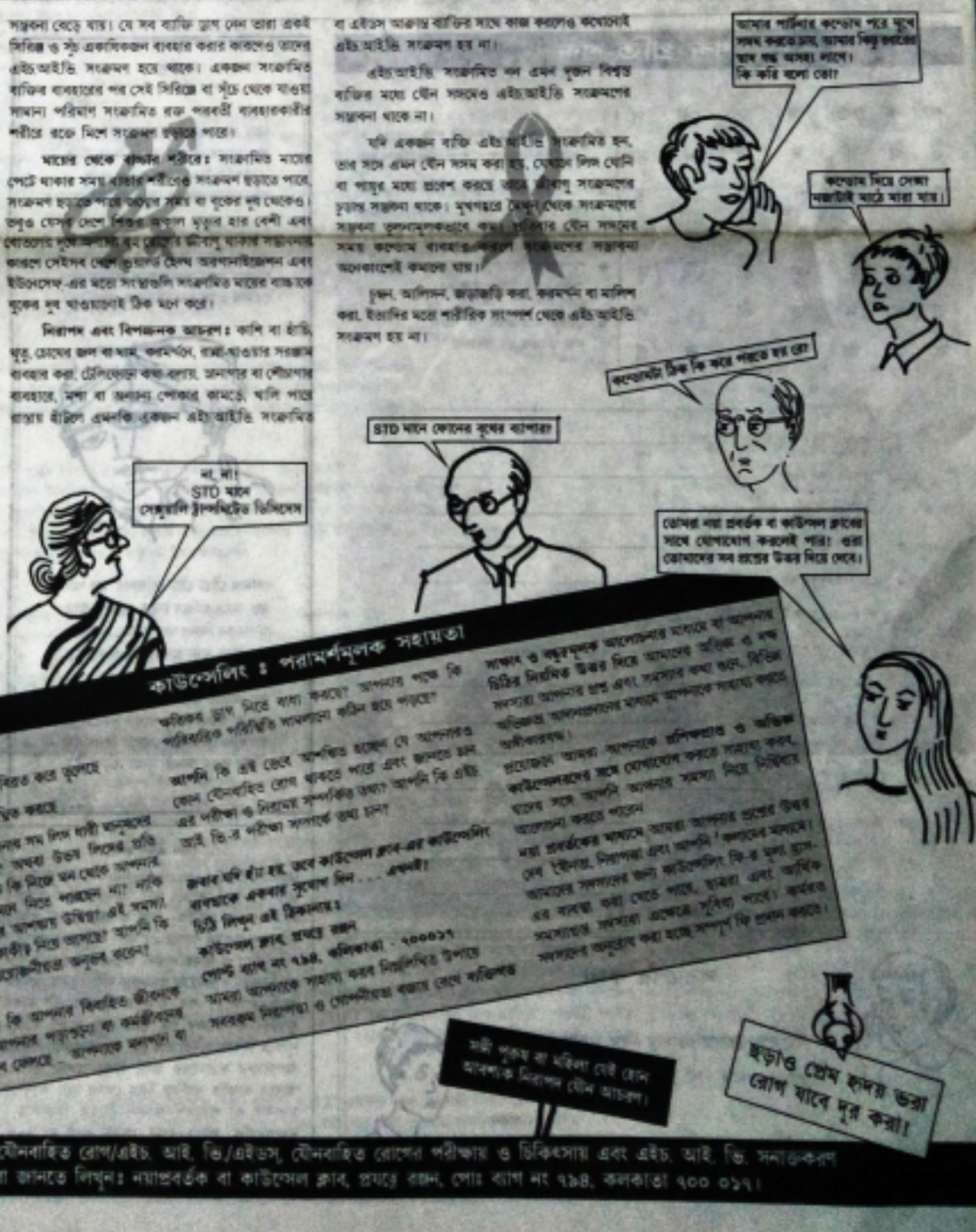

▶ আশ্রয়াধারের নাম: পেটা বন্ধু নং: ৯৮, ডি পি ও, পানিহাটি, ৭৪১ ৪০২, সমকামী মানুষদের জন্য একটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। e-mail: samrit1@hotmail.com

▶ এমবিবিএস ডাক্তার যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ আছেন: পেটা বক্স ৫৩৬১, সিটি সিটি ১১০ ০৫৫. সিফিলিস, লিভার জনিত সমস্যা, গনোরিয়া, হারপিসের ব্যথা ঔষধিসহ নানান যৌন সমস্যার সমাধান দেয়া হয়। চেম্বার ফি ২৫০ টাকা। পুরুষের সময়: ১-৩০ থেকে ৩টা পর্যন্ত। মহিলা ও দম্পতিদের জন্য সপ্তাহের যে কোন দিন ১-৩০ থেকে ৩টা পর্যন্ত। সরাসরি পরীক্ষা ছাড়াও চিকিৎসা দেয়া হয়। Website: www.bdonline.com

▶ ট্রেডিং কর্পোরেশন ডিরেক্টর, সমাজ উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য বিভাগ: ৫ সেক্টরীয়ার মার্গ, কলকাতা ৭০০ ০০১, ফোন: ১১ ৩৫ ১৯১ ৫৩৭৩।

▶ কমার্শিয়াল কোম্পানির জন্য সেলসম্যান প্রয়োজন: পেটা বক্স ৫৪২৯, লালবাগ ডাকঘর সেটা অফিস, নয়া দিল্লী ১১০ ০২৪, সমকামী পার্টনারদের সাইটে এবং অফিসের বিষয়ে কথাবার্তা এবং সাক্ষাৎ হইতে পারে। e-mail: cabin@bsnl.net

▶ সিডি আর্টিস্ট, সিডি প্রোডাকশন ডিরেক্টর (সেলিব্রে): হাই: মনোহারী, পেটা আর্টিস্ট: দিলখুশ ইন্ডি, ছাত্র ফোর্স, বয় ২৪ পরপর, দিন ৭৪৩-৪২, ফোন: ১০৪ ৪১৭ ১২০৯/১২, প্রডিউস স্টাফ হিসাবে ৩৫ এবং ফর্সিক্স ফেন্স।

▶ ডিজি আলো: ৬৫ ইন্ডি আর্টসেন্স বিডাস্টার্ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৫, ফোন: ০৩৪ ৭৬৫ ২১৩৫/২৬৯, সিনি-ব শহর ৩৭৯৯, হা পঞ্চবাণী সিড এবং কর্মচারী সিডনের জন্য কাজ করে।

▶ এস. বি. এ. স্যাট, কোরিয়ান প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্ডিয়া: ৪ বি এস. বি সিনেমা, ২৯বি মেডলিনার্স সরণী, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ১১-৩০-২৪৭৩৫৪, প্রজনন গ্রন্থ বিষয়ে শিক্ষা, সেবা এবং প্রশিক্ষক প্রদানকারী সংস্থা।

▶ ফ্রেন্ডস ইন্ডিয়া: পেটা বক্স নং ৩৬৭, ডি দিল্লি ৫, পাঞ্জাবী ২২৬ ০০১, সমকামী মানুষদের মধ্যে এইডস সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কন্ডম প্রচারণামূলক সেবা। ওয়েবে পাবার জন্যদের ফোন: ৩৪২২ ২৬৪৯৩৩ বিকাল ৫টা থেকে ৯টা পর্যন্ত। যুবসম্প্রদায়ের বন্ধু-এর একটি ফ্রেন্ড লাইন পরিচালনা এবং সেক্সের শান্ত সমস্ত পত্রিকা ভ্রমণ করে।

▶ সে কালকাটা: www.cyprogen.com ওয়েবসাইটের মালিক e-mail ডিজিক সংস্থাগুলির তালিকা, যার মধ্যে অবশ্যকার আলোচনা বা মতামতও রয়েছে। ওকার মুবিধা পাওয়া: gaycalcutta-subscribe@yahoogroups.com-এ একটি খালি mail পাঠিয়ে আপনিও এর মেম্বার হয়ে যেতে পারেন।

▶ ৬৬ আজাদ ইন্ডিয়া কলেজ: সমকা: ২৬১ এয়ার অ্যাং তৃতীয় তলা, ১ থেকে ১ নেতাজী বাগ রোড, হায়দ্রাবাদ ৫০০০২১, মমকামীদের মধ্যকার সেবা। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৯-৩০ পর্যন্ত অবশ্যই হবে। সরাসরি পরীক্ষা প্রদানকারী সহায়তা।

▶ ইনস্টাইল: পেটা বক্স নং ৪১১০, পোস্টবক্স পাত্র, সিটি সিটি ১১০ ০৪১, ফোন: ০১১ ৬৮৫ ১১৭৬/৭১ সমকামী নারী পুরুষ এ উভয়শ্রেণির সমবেত সেবা, নবীন পত্রিকার প্রকাশক ০১১-৬৫১১১০-এ ফোন ও পুরুষপ্রতি সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা পুরুষোচিত্রিক পত্রাদর্শ প্রদান, মাসের ৩য়ন, তৃতীয় এবং পঞ্চম শনিবার ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত হেঁকে বসে।

▶ হবসময় ট্রাভেল: পেটা বক্স ৬১৫৩, সাদি মুক্ত পেশিকা, মুম্বাই ৪০০ ০২৪, বয় ফ্রেন্ড এবং সহযোগী সাদ্ধ, ৫১২ ১৭৭ ১১১৩-এ ফ্যাসকরিট ডাওয়ান্ড ডুরান্ট ফোন সার্ভিসের মাধ্যমে পছাদ প্রদান এবং সমকামী পছাদদের জন্য ভ্রমণের ডুপ-টি-স্পেশাল পরিচালনা করছে।

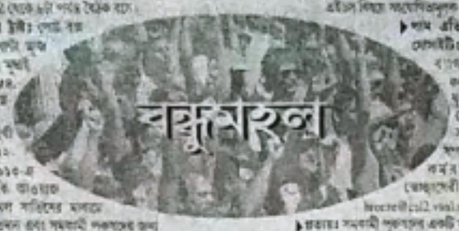

▶ আই. বি. এইচ. আর এন্ড এস ইন্ডিয়া স্পেশাল ফর ইউমান রাইটস আন্ড শঙ: কর ডল, সিডিওটি, টেন হাই ডুল, ৮৪ স্যামুয়েল স্ট্রীট, হোবার্ট, মুকার্ট ৪০০ ০০১, ফোন: ১১২২ ৫১০ ২৫৯। ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদকগণির মানবাধিকার বিষয়ে কর্মরত স্বেচ্ছাকর্মী যোগাযোগ করছে। e-mail:bhargha@vsnl.com

▶ ইনস্টেক ইন্ডিয়া ফেডারেশনাল ইনকরপোরেশন ফর্টিয়ারাকী: ডিজি কর্টিকোস প্রজাতন্ত্র, ৫ পেক্টোরীয় সরণী, কলকাতা ৭০০ ০১১, ফোন: ১১ ৩৩ ২৯৪ ৫৩৩৭, ইনস্টাগুড ডিজিক ভারতীয় উন্নয়নমূলক বিষয়ে ওয়ার্ল্ডোয়াইড বাবস্থা। Website: www.iidev.org

▶ ক্রমাগত: ১ বীজ কালালী, চন্দ্রবিহার, কলকাতা ৭০০০০১, যৌনকর্মী তাদের শিশুদের এবং বস্তিবাসী শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক কাজ করে।

▶ নাইকনমাইন ফার্টিলাইজার্স: ফোন ০৪৩ ৫৭৪ ২৭৫৪/৫৮৭৩, কলকাতার ফোকে পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় সেবাসহায়তা সহ সহযোগিতা করে।

▶ ধারী নির্ভরিত প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘ: ২১৬ রাসবিহারী পার্ক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৯, ফোন: ১১ ৩৩ ২৪০ ২৪৯০, নারীর অধিকার বিষয়ে কর্মরত স্বেচ্ছাকর্মী যোগাযোগ করছে।

▶ নয়া ফার্টিলাইজার্স (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট: পেটা বক্স ৩৯১০, আনুজুক নং, নয়া দিল্লী ১১০ ০৪৯, ফোন: ১১ ১১ ৬৮৫ ১৯৭০, নস্টিক এনীতিবর্ত হেল্প মাস্ত্রা বিষয়ে কর্মরত সংস্থা, e-mail: nafin@vsnl.com.vsnl.in

▶ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্থা: প্রচার মাস্ত্রা এবং পরিবার কল্যাণ ভবন, পশ্চিমবঙ্গ। এইডস সচিবালয়মূলক সেবায় কর্মরত বিভাগ, ১০৯৯-এ ফোনের মাধ্যমে এইডস বিষয়ে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করে।

▶ পাম এডিমিট ইন্টিরেশন সেন্সেটিং: হাউজ পক্স, পেটা বক্স নং ১৫২৪৭, কলকাতা ৭০০ ০১৯, যুব সম্প্রদায় এবং যৌনতা অনুসারে সুরক্ষিত যৌনকর্মী সাদ্ধ। e-mail: bhavna@cal2.vsnl.net.in

▶ প্রভাত: সমকামী পুরুষদের এবং তাদের সমর্থন গোষ্ঠী, পেটা বক্স নং ১০৫০৩, কলকাতা ৭০০ ০২৩, ফোন: ১১ ৪৩ ৪০০ ০৪৪৫।

▶ প্রাচেক: পেটা বক্স নং ১৪০০৩, কলকাতা ৭০০ ০২৩, ফোন ৩৩৩ ৪১০ ০৪৪৫, এইচ আই ভি/এইডস, যৌনস্বাস্থ্য প্রচলন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সমর্থনমূলক সেবা প্রদানকারী সাদ্ধ।

▶ প্রতি ঔষধকারি আন্ড মিনি ব্রুস ইনস্টাল: এটা ৪৯ এ কালকাটি তৃতীয় তল, বয় সিটি ১১০ ০১৯, ফোন ০১১ ৬৭৯ ১৪০০/১২১ ৪০৪৫, আইন-পরিষদ স্বাস্থ্য যৌন নিপীড়ন থেকে রক্ষিত মহিলাদের সমর্থন সাদ্ধ।

▶ সমাহার: ২২/১/১/১ মদনবলপুকুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৪২, যুবা শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে কর্মরত সাদ্ধ।

▶ সমিক্ষণী: ৬৭ সাঁথি এন্ড পার্ক, কলকাতা ৭০০০১৯, ফোন: ৩৩৩ ৪৩০ ০৪০৯, মানসিকস্বাস্থ্যমূলক শিক্ষা এবং মানসিকস্বাস্থ্যমূলক সেবা প্রদান এবং মানসিকরোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা।

▶ সঙ্গিনী: ফোন ০৩১ ৩১৫ ১৯৭০/৭১, সিউরে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত সমকামী ও উভকামী নারীদের জন্য পরামর্শদানকারী সেবা থাকছে।

▶ সহজীবা: ১৪ বাটাচারা রোড, ফ্লাট নং ২, কলকাতা ৭০০ ০১৭, বিভিন্ন যৌনজনিত বিষয়ে পরীক্ষামূলক সাস্থ্যভিত্তিক কুনসেল পরিচালনাকারী সংস্থা।

▶ সখীর: পেটা বক্স ৪৭১, সুতলী বাজার, বাঙ্গলবাজার ৪০০ ০৩৮। সমকামী এবং উভকামী পুরুষদের সমর্থন গোষ্ঠী। e-mail: sakhi@bom4.vsnl.net.in

▶ সেন্ট্রিক সিনেমা এইড রিসার্চ আন্ড ট্রেনিং সেন্টার: পি ১১২, লেক টেরেস, কলকাতা ৭০০ ০২৯, ফোন: ০৩৪ ৪৬৯ ৫৬৮১, সিডিস প্রাপ্তির সংস্থাসমূহের জন্য তথ্যনী সমাহরণের ও সমর্থন মূলক সেবা প্রদান করে।

▶ সাকোং: তৃতীয় তল, পেটা বাগ নং ৭১৪, কলকাতা ৭০০ ০১৭, সমকামী এবং উভকামী মহিলাদের সমর্থন সাদ্ধ।

▶ সাহস: ১১ বালু চন্দর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৭, ফোন: ১১ ৪৩ ২৯০ ৩৪১১, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কর্মরত সাদ্ধ।

▶ হাঁইস ফাউন্ডেশন: ১ছি. মৌর সেন্টার, ৪র্থ পঞ্চিমমাডি রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৯, ফোন: ৪১৭ ১১১১, যৌনস্বাস্থ্য ও প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ে সমাহরিত তথ্যসংগ্রহণ মূলক সাস্থ্য।

বিদেশ

▶ ইলগা (ইন্টারন্যাশনাল লেসবিয়ান গে অ্যান্ড সেক্সোলিয়ান ইউমান রাইটস অর্গানিজেশন): ১১ কোলেনবার্গস্ট্রি, বি১০০০ ব্রাসেলস, বেলজিয়াম ইলগা ইনফো-এর প্রকাশক।

▶ গেয়া নু যুক্তরা: ডাচান মুসিওমাটি ভিন্ন ৪৬, সুরাগাছা ৩০১২, ইন্ডি আছা, ইন্দোনেশিয়া, সমকামী পুরুষদের জন্য সমর্থন সাদ্ধা। গেয়া নু সঙ্গত পত্রিকার প্রকাশক।

▶ আই.জি.এল.এইচ আমনি ইন্টারন্যাশনাল গে অ্যান্ড লেসবিয়ান ইউমান রাইটস কমিশন: ১৩৬৩ ভিলস স্ট্রীট, সুট ২০০, ৯৯ ফ্রান্সিসকো, সি.এ ৯৪১০৩, ইউ.এস.এ, ফোন ৪১৫ ৭৪৫ ২১৬০। সমকামী নারী পুরুষ ও উভকামীদের মানবাধিকার বিষয়ে কর্মরত সাদ্ধ। এবারডেমির হোমলেস ফেটওয়ার্ক পত্রিকার প্রকাশক।

▶ জিকোন: পেটা বক্স ২১৩৫৪, সাল ফ্রোন, ফিঃ ১৫১১-১৩৫৪, ইউএসএ, ফোন ১ ৪০৮ ২৭০ ১৭৭১, যৌনতা অন্তর্ভুক্ত বন্ধিম একটি সাধারণ সম্পাদনের সমর্থন গোষ্ঠী, ত্রিমাসিক মাগাজিন-এর প্রকাশক। e-mail: zikzoo-web@link.net.org. Website: www.zikzoo.org

সুখের খোঁজে সাগরপানে

লিখছে উপলব্ধি করছে গেলেও যে শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন বয় তা বুঝতে এখন আর ভুল হয় না। হয় না এই দিল গেছেনাম প্রায় নিত্যসঙ্গ জীবন। সমাজের প্রক্ষিপ্তের মনকে নাড়া দিয়ে বলে যায়: আর কত দিন! এবার মায়া ছেলেরা সবর হয়েছে। সুখের খোঁজে পথে প্রথমে মনাকে শক্ত করতে হয়। সমাজের নিলেশ্য আক্রমণ মন আকুল হয়, দুঃ হয় কষ্ট! শুভবন্ধু টনি একদিন সাগর পার থেকে লিখলো, 'আমার বাবা মাকে সব বলেছি। আমার পরিচিতরাও জানে আমি সমকামী। সবাই সহজ ভাবে নিয়েছে। সবাই জ্ঞানিক।' ছেলেছিলাম, সাহসবের দেখা। ওরা তো অনেক বছরআগেই আমাদের ছেড়ে এসিয়ে। তাই ওদের জীবনযাপন একান্ত ব্যক্তিগত বাপার বলেই সবাই মনে করে। কিন্তু টনি তো বন্ধুত্বের। হয়তো বা কোনদিন ওর সাথে দেখাও হবে না। তা কিন্তু সম্পর্ক, যার নিশ্চয়ই ছোক ডিসিপ্লেরে বাড়বই আবক্ষ থাকবে। কিন্তু আমার মন, আমার শরীর, আমার সব অনুভূতিগুলো যে কারোর স্পর্শ পাবার আশায় উন্মুখ। একাকীত্বের যন্ত্রণা কি শেষ হবার নয়!

কিন্তু আমার মন, আমার শরীর, আমার সব অনুভূতিগুলো যে কারোর স্পর্শ পাবার আশায় উন্মুখ। একাকীত্বের যন্ত্রণা কি শেষ হবার নয়...

খুব ছোটবেলা থেকে যৌনতা সম্পর্কে একটা আগ্রহ আমার ছিল। এবং খুবই স্বাভাবিক ভাবে। না, সঙ্গ না নিপীড়ক এইসব ব্যাপারে একেবারেই ছিল না। তারপর বয়ঃসন্ধির সময়ে আমার অন্তর্মুখী স্বভাব সমবয়সিকদের বন্ধুত্বের আকারে মনের কথা দিল শুক করে। সাইটিনেতার মানসিকতা হাসে করলো গভীর ভাবে। শক্তি ছিল না মানুষ চেনার, সাহস ছিল না সুখ আকাঙ্ক্ষা করার, মন ছিল না শান্তি খোঁজার। ফলে নিজেরা উদ্দেশ বন্ধু মনে কাটিয়ে লগন দিয়ের পর দিন। মফল মত সবার খোঁজ না পেলেও জীবনের অনেকটা সিকভাগেরা কোন আটাই হয়নি। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে জীবনের শূন্যতা যেন ক্রমশ বাড়তে লাগলো। একই মাত্র শারীরিক সম্পর্ক এরেবারে যে কারোর সাথে ভিল না তা নয়। হাতে যা পেয়েছেন কিংবা কারোর তাল, উপেক্ষে পর পর তিন জনের সাথে জড়িয়ে ছিলাম। পরে কোনটি, তারা সবাই বিদেশীরাষ্ট্রী। আমার সাথে সম্পর্ক মেয়াদই আমার নামে মানসিকতার ফল। ফল গভীর ভালবাসার সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত সাহসই হল না। এখনো হয়নি। হবে কি না কে জানে!

একথা বড় বড় চুল আর গভীর দিঘির মতো দুটি চোখ নিয়ে রণ আমাকে ঠিক ভিলছিল। বাস্তার মাঝেই ও আমার হাত ধরে বলেছিল, আরে অতীন না! সত্যি, রণ-র চোখ আছে। আছে খুঁজে বার করার শক্তি। ই, রণ-র সাথে আমার প্রথম দেখা এটেই। কলকাতায়। ওর তার পাঁচ বছর আগেই কলকাতায় তৈরী বড় ফেরেন্ডস সমকামীদের সংগঠন। আমিও টিকিয়ে রেখে, সংগঠনকে এক জায়গায় আনার কথাও ওরা কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠ পত্রিকার টিম-র কথাই ওনলাম রণ-র মুখেও। 'আমরা মা জানি, সমকামী জানে / বিবিধ আছি ...' আর সেপেছিল। খুঁজে-ব, এক চাহনি, এক শব্দে!

কলকাতায় ফেরে আসাটাকে 'রিলেশনশিপ'-এ পরিণত হবার সম্ভাবনা নিয়ে বড় সাহসী কথা মনে হয়েছিল আমার। সমাজের এই মধ্যবর্তী, যারা আমাদের পর হয়েও আমাদেরকে আপন করে নিতে পারছে না, যারা আমাদ